ভোরের কাগজ

তারিখ 24 JAN 2006

স্কুল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সচেতনতা কার্যক্রম শুরু

দেশের নেতৃত্ব বিজ্ঞানীদের হাতে আনতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়কমন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, কমিটমেন্ট ও সঠিক নেতৃত্ব থাকলে এ দেশে ভালো কাজ করা সম্ভব।

গতকাল দুপুরে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সাভারে পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইএনএসটি মিলনায়তনে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞানসচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রমের উদ্বোধন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান এ কথা বলেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব কারার মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সচিব ডা. খাদিজা বেগম। ব্যান্সডকের পরিচালক এস এম জাফরউল্লাহ, পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক অধ্যাপক কামাল আহমেদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরী। সভায় ৪টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেয় ভিকারুননেছা নূন স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী অনীলা সরকার, অগ্রণী স্কুলের ছাত্রী রোমানা আক্তার, বিসিএসআইআরএর ছাত্রী সানজীদা খাতুন ও সাভার আণবিক শক্তি কমিশন গবেষণাগার স্কুলের ছাত্রী মারুফা রুবী।

অনুষ্ঠানে ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রতি মাসে এ ধরনের কার্যক্রম চলমান রাখতে চায়। এ অনুষ্ঠানে ৪টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে। আগামীতে গ্রামগঞ্জের স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান গবেষণাগার পরিদর্শনে বেশি করে সুযোগ দিতে হবে। এতে ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশ লাভ করবে। প্রয়োজনে এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে যেসব গবেষণাগার আছে তাতে একটি গবেষণা ইউনিট খোলা হবে। এই ইউনিটে সপ্তাহে কিংবা মাসে অন্তত একদিন করে হলেও শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারবে।

মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর ৩০ বছরে এ ধরনের অনুষ্ঠান এই সাভার পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে হয়েছে কি না আমার জানা নেই। আর্থিক দুর্বলতার কারণেই বড়ো ধরনের আয়োজন করা হয়নি। আমাদের এই সীমিত অর্থ সম্পদ দিয়েই সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এ দেশের নেতৃত্ব বিজ্ঞানীদের হাতে আনতে হবে। তিনি বলেন, কমিটমেন্ট ও সঠিক নেতৃত্ব থাকলে সম্পদের অপ্রতুলতাও মেধাবীদের থামিয়ে রাখতে পারে না। তাই বিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজকে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

সচিব কারার মাহমুদুল হাসান বলেন, বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানে আনা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমুখী করে তোলা হবে। তিনি বলেন, ভারত, প[illegible] দেশ ঐতিহাসিক কারণেই বিজ্ঞান থেকে পিছিয়ে অ[illegible] বর্তমান সরকার বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, অর্থের অভাব বলা ঠিক নয়। কাজের গতি বাড়ানো উচিত। এই অনুষ্ঠানে ৪টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা যোগ দিয়েছেন। আগামীতে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের এ ধরনের অনুষ্ঠানে আনা হবে।

ডা. খাদিজা বেগম বলেন, প্রতি বছর বিজ্ঞান মেলা হয়। কিন্তু কোনো মেলায়ই এই প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়নি। প্রতি বছর যেসব বিজ্ঞানী মেলায় অংশ নেন- তাদের তালিকা সংগ্রহ করা উচিত এবং ঐ বিজ্ঞানীদের এসব কার্যক্রমে নিয়ে আসা যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরী বলেন, অনেকে জানে না যে, সাভারে পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠান আছে। অথচ এটি পরমাণু শক্তি কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্ববৃহৎ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। এই ইনস্টিটিউটে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ হয়। এতে প্রায় ৮৫ জন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী নিয়োজিত আছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ৭টি সুনির্দিষ্ট বিভাগে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। তিনি বলেন, পরমাণু বলতে অনেকে আণবিক বোমা মনে করেন। অথচ এই শক্তি কৃষি কাজেও লাগানো যায়।

জানা যায়, এই ইনস্টিটিউটে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন। বিভাগগুলো হচ্ছে- পরমাণু চুল্লি প্রকৌশল এবং নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, তত্ত্বীয় পরমাণু চুল্লি, প্লাজমা ও কঠিন বস্তুবিদ্যা বিভাগ, ব্যবহারিক নিউক্লিয়ার ও পরমাণু চুল্লি পদার্থবিদ্যা বিভাগ, নিউক্লিয়ার ও বিকিরণ, রসায়ন বিভাগ, বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আইসোটোপ উৎপাদন বিভাগ, ট্রেসার টেকনোলজি ও তেজস্ক্রিয় পানি বিজ্ঞান বিভাগ, ট্রিগা রিএ্যাক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ।

গতকাল এসকল বিভাগ মন্ত্রী সচিব, পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান, একদল সাংবাদিক ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইনস্টিটিউটের গবেষণাগার পরিদর্শন করেন।